দৈনিক সংবাদ

তারিখ 09 NOV 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 5

193

বিশ্ববিদ্যালয়-প্রাইভেট

বিগত ২৭শে অক্টোবর তারিখের সংবাদ-এ 'গাছ পাথরের' উপ-সম্পাদকীয়টি মন দিয়ে পড়েছি। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রসংগে গাছ পাথর তাঁর তীর্যক মন্তব্য রেখেছেন উদ্যোক্তাদের প্রতি। অনেক কথার মধ্যে তিনি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে ঘুষ দেয়া ও নেয়া, চুরি, জোচ্চুরি, প্রতারণা, ধাপ্পাবাজি ইত্যাদি সাম্প্রতিককালের জনপ্রিয় বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেছেন। এই প্রসংগে শ্রদ্ধেয় 'গাছপাথর'কে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, বর্তমানে এই দেশে উল্লিখিত বিষয়সমূহের চর্চায় যারা যথেষ্ট পারংগমতার পরিচয় দিচ্ছেন তাদের অধিকাংশই কি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সোনার ফসল নয়? সুতরাং এই সব সরেস বিষয় নতুন করে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিখাতে হবে না। মাশাল্লাহ্ আমাদের স্বনামধন্য পাবলিক বিদ্যাপীঠগুলোই এর জন্য যথেষ্ট বলে মনে হয়। আর যদি করাই হয় তাহলে এইসব বিষয়ের শিক্ষক আসবেন কোথা থেকে? তাও তো ওই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কেই সরবরাহ করতে হবে (অনেক বেশী বেতন পাবেন)। আমি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে বা বিপক্ষে নই। এর মাধ্যমে উক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হবে, আর শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যর্থতার তালিকাটি দীর্ঘ হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে আমরা সাধারণ মানুষ হতাশ হয়েছি। আমরা মনে করি বিশ্ববিদ্যালয়ে নৈরাজ্যের জন্য দায়ী হচ্ছে এর প্রশাসনে মেরুদণ্ডের অভাব। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন দক্ষ প্রশাসকের। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দকে প্রশাসক হিসাবে তৈরী করা হয়নি। ফলে ব্যর্থ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য।

এই সত্যটি যত শীঘ্র কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট মহল স্বীকার করবেন তত শীঘ্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য মঙ্গল হবে।

মো: ফিরোজুল ইসলাম
১৪৬/২, আহমদবাগ, ঢাকা।

আর কতদিন - - - ?

বছর হতে চলল প্রকৌশল ভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি, আজতক ক্লাস করার সৌভাগ্য হয়নি। কবে নাগাদ ক্লাস আরম্ভ হবে তারও কোন ইঙ্গিত পাচ্ছি না। কর্তৃপক্ষের এ সম্বন্ধে কোন মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। অন্তত কার্যকলাপে তাই মনে হয়। সন্ত্রাসের আখড়া যে ঢাকা ভার্সিটি, মারামারি বোমাবাজি যেখানে সবচে' বেশী হয় সর্বোপরি যেখান সার সেশন জট নিয়ে সবচে' বেশী হৈচৈ হচ্ছে সেখানেই আমাদেরও পরে ভর্তি নেয়া আরম্ভ করে আমাদেরও আগে গত ১৭।১০।৮৭ ক্লাস নেয়া শুরু হয়ে গেছে। এদিকে প্রকৌশল ভার্সিটির নবনির্মিত হলের অর্ধেকাংশে ১ম বর্ষ ও এম, এসদের থাকার জায়গা হয়েছে, তবুও কিছু রুম খালি। বাকী অর্ধেকাংশেরও কাজ প্রায় শেষ, নভেম্বরে কর্তৃপক্ষের কাছে হল প্রদানের কথা। যেটুকু কাজ বাকী তাও খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। সুতরাং যদি ক্লাস শুরু হয় তবে ছাত্রদের কোন আবাসিক সমস্যা হবে না। অন্যদিকে আমাদের আগের ব্যাচের প্রথম সেমিষ্টার শেষ। অতএব, আমাদের প্রথম সেমিষ্টার এখনই আরম্ভ হতে বাধা কোথায়? এদিকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট দেয়া হয়েছে। আমাদের বসিয়ে রেখে তাদের আবার ভর্তি নেয়া হবে। তারপর তারাও আবার বসে থাকবে। এভাবে আর কতদিন চলবে? অবিলম্বে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ না নিলে কি সেশন জট কোনদিন কমবে?

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন খুব শীঘ্র ক্লাস শুরুর ব্যবস্থা করুন।

মো: নাজিম,
৬৩, নাজিরাবাজার, ঢাকা-২।